National Resilience Programme

প্রশিক্ষণ মডিউল

ভূমিকম্প প্রস্তুতিতে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা ও করণীয়

UKaid from the British people

Sweden Sverige

UN WOMEN United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNOPS

UNDP

অধিবেশন : ভূমিকম্প প্রস্তুতিতে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা ও করণীয়

সময়: ৬০ মিনিট

আলোচ্য বিষয়

৩.১ ভূমিকম্প এবং নারী-পুরুষের বিপদাপন্নতা

৩.২ নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিপদাপন্নতার ভিন্নতা: প্রাকৃতিক না সামাজিক?

৩.৩ নগর স্বেচ্ছাসেবকদের কি করণীয়

পদ্ধতি

দলীয় কাজ ও আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা আলোচনা

সহায়ক উপকরণ

ভিপ কার্ড, বোর্ড, ফ্লিপচার্ট পেপার, আর্টলাইন মার্কার, বোর্ড মার্কার, মাল্টি মিডিয়া স্ক্রীন, প্রজেক্টর ও ল্যাপটপ

অধিবেশন পরিচালনার ধাপসমূহ:

ধাপ -১: ভূমিকম্প এবং নারী-পুরুষের বিপদাপন্নতা ৩০ মিনিট

- সকলকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনে শুরু করুন। বলুন, আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নারীর থেকে বেশী অগ্রাধিকার পায় বা এগিয়ে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দিয়ে বলুন, পরিসংখ্যানও বলে যে দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব পুরুষের থেকে নারীর উপর বেশী। (নিম্নোক্ত অংশটি পারলে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে দেখান)।
  - ২০০৭ সালে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনোমিকস ও ইউনিভার্সিটি অফ এসেক্স ১৪১ টি দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে কোন দুর্যোগে নারীর মৃত্যুহার পুরুষের তুলনায় বেশী।
  - ২০০৭ এ বাংলাদেশে সুপার সাইক্লোন সিডর এ ১ জন পুরুষের বিপরীতে ২ নারী মারা গেছে।
  - ২০১৫ তে নেপালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ ১.৩ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ৫৬% ই নারী।
  - কিন্তু, উইমেন রেজিলিয়েন্স ইনডেক্স অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশে নারীর জন্য দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন ও পুনরুদ্ধার সক্ষমতা নিরূপনের বিচারে দেখা যাচ্ছে যে ১০০ তে বাংলাদেশের স্কোর ৪০, নেপালের স্কোর ৪৫.২।
  - এর কারণ হিসেবে আমরা জানি যে, নারী ও পুরুষকে নিয়ে পরিবারে ও সমাজে আমাদের চিন্তা ভাবনা এক রকম নয়; যেমন, মনে করা হয়, নারীরা দূর্বল বিধায় সব ধরনের কাজ করতে পারবেনা, তাই দুর্যোগ প্রস্তুতির বিভিন্ন যে কাজ বা দায়িত্ব আছে, যেখানে নারীদের যুক্ত করা হয় না বা সক্ষমতা তৈরীর বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারিবারিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ থাকে।

- অংশগ্রহলকারীদেরকে ৪টি দলে বিভক্ত করুন। প্রতিটি দলে পূর্বে প্রস্তুত করে রাখা ভূমিকম্পকালীন পরিস্থিতি বর্ণিত কাগজটি প্রদান করুন এবং বলুন যে, কাগজে বর্ণিত পরিস্থিতির আলোকে প্রতিটি দলকে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে যে এখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির ভিন্নতা আছে কি না এবং সেগুলি কি কি;
- কাজটি করার জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন। প্রতিটি দলকে কমপক্ষে ৩/৪ টি বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি পয়েন্ট আকারে একটি করে ভিপ কার্ডে লিখতে বলুন;
- সময় শেষে প্রতিটি দলকে তাদের প্রাপ্ত ভূমিকম্পকালীন পরিস্থিতি এবং তার আলোকে নারী ও পুরুষের মধ্যে কি বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির ভিন্নতা তারা চিহ্নিত করেছে, বলতে বলুন;
- প্রতিটি দলের পয়েন্টগুলি শুনুন এবং ভিন্ন বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিগুলি সম্বলিত ভিপ কার্ডগুলি বোর্ডে বা সাদা চার্টপেপারে লাগিয়ে দিন;
- দলীয় কাজ থেকে প্রাপ্ত পয়েন্টের ভিত্তিতে বলুন যে, ভূমিকম্পের সময় নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশী ঝুঁকির মধ্যে থাকে বিদায় তারা পুরুষের তুলনায় অধিক বিপদাপন্ন। কারণ হিসেব বলুন যে, নারীর উপর অনেকগুলি সামাজিক বিধিনিষেধ আছে বা সমাজের নিয়ন্ত্রন আছে, যে কোনটা করা যাবে বা কোনটা করা যাবেনা। যেমন: নারীর চলাচলে উপর একটি নিয়ন্ত্রন আছে বিধায়, নারীর অবস্থান প্রায়শই ঘরের মধ্যে হবার কারণে, ভূমিকম্পের সময় তারা বিপদাপন্ন বেশী।

ধাপ -২: নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিপদাপন্নতার ভিন্নতা: প্রাকৃতিক না সামাজিক? ১০ মিনিট

- এরপর সকলের কাছে জানতে চান, আমরা একটু আগে নারীর যে বিপদাপন্নতাগুলি ও ঝুঁকিগুলি আলোচনা করলাম, তা কি প্রাকৃতিকভাবে সৃস্ট না সামাজিক;
- ব্যাখা করুন, 'নারীরা এই করতে পারবেনা' বা 'পুরুষ মানুষ এই করতে পারবেনা' এই ধরনের সকল প্রচলিত ধারণাই সমাজসৃস্ট, এর সাথে নারী ও পুরুষের 'প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য' বা শারীরিক কাঠামোর কোন সম্পর্ক নেই। এরপর অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়ে 'জেন্ডার' ও 'সেক্স' কাকে বলে তার আভিধানিক ও বিশ্লেষণমূলক ধারণাটি প্রদান করুন।

ধাপ -৩: নগর স্বেচ্ছাসেবকদের কি করণীয় ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের আবার নিজ দলে (পূর্বে বিভক্ত দলে) ফিরে যেতে বলুন এবং প্রতিটি দলকে ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে নারীরা যে ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার সম্মুখীন হয়, তার আলোকে স্বেচ্ছাসেবকদের যে দায়িত্ব ও ভূমিকা আছে সেখানে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত বা যুক্ত করা উচিত তা আলোচনা করতে বলুন। প্রতিটি দলকে চার্টপেপারে তাদের করণীয়গুলি পয়েন্ট আকারে লিখতে বলুন। বলুন যে পয়েন্ট লেখার সময় তারা যেন উদ্ধার কার্যক্রম এর পূর্বে, উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার সময় এবং উদ্ধার কার্যক্রম পরবর্তী সময়কে বিবেচনা করে;
- ৪টি দল ৪টি বিষয়ে কাজ করবে।
    - ১ম দল কাজ করবে ভূমিকম্পকালীন জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত ও পূর্ব প্রস্তুতি এবং সিএলসিএসএসআর সংগঠন ও অপারেশনাল কার্যক্রশ এ কি ধরনের জেন্ডার বিষয় বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের আরো কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে/হবে, তার উপর
    - ২য় দল কাজ করবে অপারেশনাল নিরাপত্তা, অনুসন্ধান ও চিহ্নিত করার কৌশল এবং উদ্ধার কলাকৌশল ও পদ্ধতিতে কি ধরনের জেন্ডার বিষয় বিবেচনা করতে হবে এবং এবং তাদের আরো কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে/হবে, তার উপর

- ৩য় দল কাজ করবে জরুরী উদ্ধার পদ্ধতি ও প্রাথমিক চিকিৎসা ও রোগী পর্যবেক্ষণে কি ধরনের জেন্ডার বিষয় বিবেচনা করতে হবে এবং এবং তাদের আরো কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে/হবে, তার উপর
- ৪র্থ দল কাজ করবে অগ্নি নির্বাপন ও ইভাকুয়েশনে এবং চূড়ান্ত মহড়ায় কি ধরনের জেন্ডার বিষয় বিবেচনা করতে হবে এবং এবং তাদের আরো কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে/হবে, তার উপর

- কাজটি করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন এবং নির্ধারিত সময় শেষে প্রতিটি দল থেকে একজনকে দলের কাজ সকলের কাছে তুলে ধরতে বলুন;
- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করে বলুন, এখনো আমাদের পরিবার ও সমাজে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীর অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রতিষ্ঠার সুযোগ পুরুষের তুলনায় কম। আমরা নগর স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাই যে, সেখানে নারীর উপস্থিতি পুরুষের তুলনায় এখনও কম। আর থাকলেও জরুরী অবস্থায় নারীর বিশেষ প্রয়োজন ও চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া হয়না। আমরা যদি সত্যিকার অর্থেই নারী ও পুরুষের সম-মর্যাদার দাবীতে বিশ্বাস করি তাহলে কাজটি শুরু করতে প্রথমেই নিজের বিশ্বাস পরিবর্তন করতে হবে এবং নিজেদের কাজের মধ্যে নারী-পুরুষের সমনতার ধারনা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সমানতার ধারনা দিয়ে আমাদের সকল কাজ ও দায়িত্বকে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে নতুন ও বাড়তি উদ্যোগ ও প্রস্তুতি রাখতে হবে।

সহায়ক উপকরণ

অধিবেশন : ভূমিকম্প প্রস্তুতিতে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা ও করণীয়

পরিস্থিতি ১

সময় সকাল ৯টা। টাঙ্গাইল শহরের এক মধ্যবিত্তের বাড়িতে অবস্থান করছে সালমা, যার বয়স ৩০ এবং তিনি কলেজের শিক্ষক। তার ১২ টার মধ্যে কলেজে পৌঁছাতে হবে। সঙ্গে আছের তার বৃদ্ধ শাশুড়ী, যার বয়স ৬২ এবং হাটুতে ব্যথার কারনে ঠিকমত হাটতে পারেনা। আছে ৫ বছরের ছেলে আর ৩ বছরের মেয়ে। আরো আছেন রান্নার সহকারী ময়না, যার বয়স ২২ এবং রান্না করছেন। সালমার স্বামী অফিসে। তিনি গৃহস্থালীর কিছু কাজ শেষ করছিলেন, ইচ্ছা কাজ সেরে স্নান করে রেডী হবেন কলেজের জন্য। তার পড়নে মেক্সি। রান্নাঘরে কিছু একটা আনতে যাবেন, প্রথম তার মাথাটা কেমন ঘুরিয়ে গেল। তারপর মনে হল পা টলছে, ফ্লোর নড়ছে। রান্নাঘরে কিছু একটা পরে গেল। ৪/৫ সেকেন্ড পরেই বুঝতে পারল ভীষণ জোড়ে ভূমিকম্প হচ্ছে। সে ঠিক বুঝতে পারছেনা, কি করবে এখন? সবাইকে নিয়ে কি নীচে নামবেন? কিন্তু সংকোচ যে এই মেক্সি নিয়ে কিভাবে তিনি বাসার বাইরে যাবেন। বাইরে না গেলে ঘরের ভিতর সাবধানে থাকার জন্যই বা কি করবে এখন? মুহূর্তেই ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল ময়না, তখন রান্নাঘরের তাক থেকে কিছু প্লেট বাটি তার পায়ের উপর পরে গিয়েছে।

প্রশ্ন:

- এই পরিস্থিতিতে কি ধরনের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির মধ্যে আছে সালমা, ময়না, বার সালমার বৃদ্ধ শাশুড়ী আর তার ছোট দুই বাচ্চা?
- সালমার পরিহিত পোষাক কি তার জীবন বাঁচানোর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ? এই পোষাক কি ধরনের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা তৈরী করতে পারে সালমার জন্য ঐ মুহুর্তে?
- কি ধরনের সচেতনতা থাকলে সালমা এই ধরনের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির থেকে নিজেকে ও অপরকে নিরাপদ রাখতে পারে?

পরিস্থিতি ২

সময় দুপুর ২ টা। রংপুর শহরতলিতে অবস্থিত নীমতলি বস্তির ৩ তলার একটি বাড়ীতে ২ কামড়ার ঘরে থাকে রুমা। তার স্বামী পেশায় একটি প্রাইভেট হাসপাতালের ড্রাইভার এবং এই মুহূর্তে ঘরের বাইরে কাজে। রুমা বাসায় সেলাই কাজ করে আয় করে। তাদের একটি ছেলে এখন স্কুলে। রুমাদের আরো ৬টি পরিবারের সাথে শেয়ার করে একটি রান্নাঘরে রান্না করতে হয়, যেখানে ২টি গ্যাসের চুলা আছে। রুমাসহ আরা পরিবারের নারীরা তখন রান্না করছিল। ঐ বাড়ীর অধিকাংশ পুরুষ সদস্য তখন ঘরের গৃহের বাইরে। হঠাৎ মনে হল বাড়ীটি একটি জোড়ে ধাক্কা খেলো। এবং অনবরত দোলাদুলি চলছে। রুমাসহ বাকীরা বুঝতে পারছেনা কি হচ্ছে। পর মুহূর্তেই বুঝতে পারল ভূমিকম্প হচ্ছে। আর ভাবতেই রুমা চিৎকার শুরু করে দিল। সেই মুহূর্তেই গ্যাসলাইন থেকে এক ধরনের গন্ধ বের হয়ে সমস্ত রান্নাঘর ধোয়ায় ভরে গেল। রুমা চোখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছেনা

প্রশ্ন:

- এই পরিস্থিতিতে কি ধরনের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির মধ্যে আছে রুমাসহ ঔ বাড়ীটির অন্যান্য নারীরা?
- ঐ মুহূর্তে রান্নাঘরসহ ঘরের মধ্যে আর কি ধরনের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা তৈরী হতে রুমা আর সবার জন্য ?
- কি ধরনের সচেতনতা থাকলে রুমা এই ধরনের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির থেকে নিজেকে ও অপরকে নিরাপদ রাখতে পারে?

<u>পরিস্থিতি ৩</u>

সময় বেলা ১২:৩০। রাঙামাটির ব্যস্তময় শহরের ৪ তলা সরকারী অফিসের ৩য় তলার সভাকক্ষে একটি মিটিং চলছে। মিটিং এ মোট ১২ জন আছে। যার মধ্যে ৪ জন নারী ও ৮ জন পুরুষ। হঠাৎ অফিস সহকারী মেয়েটি এস খবর দিল যে ২য় তলার কোন একটি বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে আগুন লেগে গেছে। বলতে না বলতেই অফিসের জরুরী ঘন্টা বেজে উঠল। আর ধোয়ার আচও সবাই পেতে শুরু করল । সবাইকে এখন অফিস থেকে বের হতে হবে। কিন্তু সিড়ি দিয়ে বের হওয়া যাবেনা, কারন ২ য় তলা থেকে আগুন এখন সিড়িতে ছড়িয়ে গেছে এবং ক্রমশ উপরে উঠছে। দমকলকে খবর দেয়া হয়েছে এবং তারা শীঘ্রই আসছে। একজন অফিসার এসে বলল যে এই তলার ডানদিকের বারান্দাটা এখনও নিরাপদ এবং ঐ বারান্দা দিয়ে একটু লাফ দিয়ে পাশের বাড়ীর ছাদে পৌছানো সম্ভব। কিন্ত তা ৫ মিনিটের মধ্যেই করতে হবে। পুরুষেরা একে একে টপকে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু আপারা বুঝতে পারছেনা যে শাড়ী ও স্লিপার স্যান্ডেল পায়ে তারা কিভাবে লাফ দিবেন। আর পাশের ছাদে রেলিং ঘেষে কিছু রড আছে যা শাড়ীতে আরো দুর্ঘটনা বাড়াতে পারে। তাছাড়া দুই বিল্ডিং এর মধ্যে যে ফাঁক তাই বা তারা নারী হিসেবে কিভাবে পার হবে। সেই সক্ষমতা তো তাদের নেই।

প্রশ্ন:

- এই পরিস্থিতিতে কি ধরনের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির মধ্যে আছে ঐ সরকারী অফিসের ৪ জন নারী অফিসার?
- কি ধরনের সচেতনতা ও সক্ষমতা থাকলে ৪ জন নারী অফিসার এই ধরনের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির থেকে নিজেকে ও অপর নারীকে নিরাপদ রাখতে পারে?

পরিস্থিতি ৪

সময় বিকাল ৩ টা। সুনামগঞ্জ শহরের একটি অতি পুরোনো ৪ তলা বাড়ী। নিম্ন আয়ের ১৬ টি পরিবারের বসবাস ঐ বাড়ীটিতে। বাড়ীর অধিকাংশ পুরুষ ঘরের বাইরে কাজে। পরিবারগুলির নারী, বৃদ্ধ আর শিশুরা খাওয়া কেবলই শেষ করে বিশ্রাম নিচ্ছে, কেউ কেউ টিভি দেখছিল। হঠাৎ একটি আওয়াজ এবং বাড়ীটি একটি ভয়াবহ ধাক্কা খেলো। ৪ তলায় বসবাসরত নিজামের ৬৭ বছরের দাদীর কাধে ছাদ থেকে কিছু একটি পরাতে সে ব্যথায় কেঁদে উঠল। মুহূর্তেই মনে হল বাড়িটি হেলে পরছে। আর তারপরেই হঠাৎ সব অন্ধকার আর ধোয়া। কেউ চিৎকার করে বলে উঠল ভূমিকম্পে বাড়ীটির একাংশ হেলে গেছে এবং ছাদের একটি অংশ ভেঙে পরেছে। এরপর নিজামের দাদীর আর কিছু মনে নেই। মখন জ্ঞান ফিরল সে ধোয়ার কুন্ডুলী ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলনা। মনে হল পাশে রাশি রাশি স্তুপ। হঠাৎ ক্ষিণ একটি আলো আর একটি ছায়ার মত কিছু একটা এগিয়ে আসছে মনে হল। কিন্তু তার মুখ থেকে কোন আওয়াজ বের হচ্ছেনা। কাধটা অঢ়ল মনে হচ্ছে। ছায়াটি আরো কাছে আসলে সে বুঝতে পারল সেটি একজন পুরুষ এবং তারপর সে শুনতে পেল ছায়াটি বলছে সে উদ্ধারকারী এবং তাকে উদ্ধার করতে এসেছে। কিন্তু মুসলিম পরহেজগার নারী কিভাবে পর পুরুষের সাহায্য নেবে? সে কো কাধই নাড়াতে পারছেনা। পর পুরুষের শরীরের কাছাকাছি যাবার থেকে তার মৃত্যুই তো অনেক ভালো। এই পরিস্থতিতে উদ্ধারকর্মীও অপারগ কারণ আহত ব্যক্তিকে তুলে নেবার সক্ষম কোন নারী স্বেচ্ছাসেবক এই দলে নেই।

প্রশ্ন:

- এই পরিস্থিতিতে কি ধরনের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির মধ্যে আছে ঐ বৃদ্ধ নারী ?
- কি ধরনের সচেতনতা ও সক্ষমতা থাকলে উদ্ধারকারী দল এই বৃদ্ধ নারীকে নিরাপদে উদ্ধার করতে পারে?

সহায়ক তথ্য

অধিবেশন : ভূমিকম্প প্রস্তুতিতে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা ও করণীয়

জেন্ডার ধারণা

জেন্ডার শব্দটি নিয়ে কাজ শুরু করেন সত্তর দশকের একজন সমাজ বিজ্ঞানী এন ওকলে। জেন্ডার বলতে আমরা ছোট বেলা শিখেছি লিঙ্গ, যার ব্যাখা ছিলো জেন্ডার তিন প্রকার যথা পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লিব লিঙ্গ। কিন্তু এন ওকলে এই ধারণার বাহিরে গিয়ে আলোচনা করেছেন। যখন আমরা স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লিব লিঙ্গ বলি তখন একজন মানুষের শারিরীক ও যৌন পরিচয় সামনে চলে আসে। অন্যদিকে জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে- নারী ও পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত এবং এটি নারী-পুরুষের এই জৈবিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিকে সামনে নিয়ে। একজন নারী কিংবা পুরুষের জৈবিক কাজ গুলি হচ্ছে প্রাকৃতিক যেমন, সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া, দুগ্ধদান এবং বৈশিষ্ট গুলি সাধারণ চোখে যা দেখতে পাই তা হচ্ছে পুরুষের মুখে দাড়ি গজায় অথচ নারীর তা হয় না। নারীর শরিরে সন্তান জন্মদান থলি থাকে, পুরুষের থাকে না। তাই জেন্ডার পরিভাষাটি এখন আমরা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করে থাকি কারন জেন্ডার শব্দটির সরাসরি কোন বাংলা অর্থ নেই যা এন ওকলে বোঝাতে চেয়েছেন।
সেই কারনে বলা হয় জেন্ডার বলতে মূলত **নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য জেন্ডার গ্রুপের সামাজিক পরিচিতি**কে বোঝায়, যা এমন একটি **সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও অনুশীলনের মাধ্যমে নির্মিত** যেখানে নারী, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে ও অন্যান্য জেন্ডারের **আচরন, ভূমিকা ও দায়িত্ব কি হবে তা সমাজ প্রত্যাশিত** সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে **নির্মিত মানদন্ডের আলোকে বিবেচনা করা হয়** এবং একই সাথে **পুরুষালি ও মেয়েলি আচরন নির্ধারন করে দেয়**।

পরিবারে,সমাজে ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী, পুরুষের ও অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের ব্যক্তির যে আচরন ও ভূমিকা আমরা দেখতে পাই, তা তাকে ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়। তার মানে **বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের ব্যক্তি কি ধরনের জীবনমান উপভোগ করবে ও কি ধরনের প্রতিবন্ধিকতার মুখোমুখি হবে তা তাদের জন্য সমাজ নির্দিষ্ট সুযোগ সুবিধার আলোকে নির্ধারিত হয় এবং যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেন্ডার ভেদে বৈষমপূর্ণ।**

তবে সমাজ, কাল ও স্থানভেদে জেন্ডার ধারণার তারতম্য **হয় এবং তা পরিবর্তনশীল।**

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নারী পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণ

আমরা আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকি। এটি গড়ে ওঠে সমাজের ভেতর থেকেই এবং এর ফলেই আমাদের ভেতর নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো একটি পরিবার ও সমাজে নারী শিশু ও পুরুষ শিশু একটা বয়স পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে একই ধরনের পোশাক, খেলাধূলা ও আচরণ করে থাকে। এমনকি চলাফেরাতেও পার্থখ্য থাকে না। কিন্তু যেই বয়স বাড়তে থাকে পরিবার এবং সমাজ থেকেই বিধি নিষেধ জারি হতে থাকে। শিক্ষা দেয়া হয় এটা নারীর কাজ নয়, ওটা পুরুষের কাজ। এইটা নারীর, ওইটা পুরুষের কাজ। এভাবেই বা এ ধরনের নির্দেশনা ও শিক্ষা থেকেই শিশু অবস্থাতেই মনোজগতে নারী ও পুরুষের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে। পোশাক পরিচ্ছদ, খেলাধূলা ও আচার আচরণের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। এভাবে পরিবার ও সমাজ থেকেই নারী -পুরুষের ভিন্ন ভূমিকা নির্ধারিত হয় এবং আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করি যে এই ভূমিকা নির্দিষ্ট ও তা পরিবর্তন করা যায়না, যা সঠিক নয়।

সন্তান জন্মদানে নারী-পুরুষের ভুমিকা রয়েছে, সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর দুগ্ধদান নারীর প্রকৃতিগত ভুমিকা রয়েছে কিন্তু সন্তান লালন-পালন যেমন সন্তানের পরিচর্যা কিন্তু নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক কোন ভুমিকা নেই। সমাজ এই কাজটি নারীর

উপর আরোপিত করেছে। এছাড়াও পরিবারে রান্না করা, বয়স্ক সদস্যদের সেবা করা, কাপড় ধোয়া, পরিস্কার পরিছন্নতার কাজ গুলি কিন্তু নারী-পুরুষের কোন প্রাকৃতিক দায়িত্ব না, এগুলি যে কেউ করতে পারে কিন্তু সমাজে এই কাজগুলি নারীর জন্য নির্ধারিত। মেয়েরা চুল বড় করবে, ছেলেদের চুল ছোট হবে, অথচ দুজনে চাইলে চুল ছোট বড় রাখতে পারে এবং সমাজে এখন এর অনেক উদহারণ পাওয়া যা। মেয়েরা ঘরে থাকবে কিন্তু ছেলেরা বাহিরে যাবে এগুলি কিন্তু প্রাকৃতিক কোন ভুমিকা না কিন্তু সমাজ তা নির্ধারন করে দিয়েছে। সেই কারণে আমরা নারী বা পুরুষ লিঙ্গ নিয়ে জন্ম নিয়ে সামাজিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক নারী ও সামাজিক পুরুষ হিসেবে বড় হতে থাকি এবং আচার আচরণ গুলিও সেই ভাবে করতে থাকি। নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক ভুমিকা কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য না অথচ সমাজ প্রদত্ত ভুমিকা ও আচরণ গুলি কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য। এই পরিবর্তন গুলি শ্রেনী, অর্থনৈতিক অবস্থা, বয়স, বর্ন, স্থান, কাল এবং সংস্কৃতির সাথে সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশে পুরুষদের জন্য যে ধরণের ড্রেস প্রচলিত রয়েছে যেমন প্যান্ট, শার্ট ইত্যাদি অথচ পৃথিবীর অনেক দেশে নারীরা প্যান্ট, শার্ট পরিধান করছে নিয়মিতভাবে। পুরুষ চাকুরি করে, ঘরের বাহিরে গিয়ে কাজ করে, আয় করে কারণ তার বাহিরের জগৎ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে, বাহিরে যাওয়ার সামাজিক অনুমোতি রয়েছে, বাহিরে গিয়ে সকলের সাথে মেলামেশার সুযোগ রয়েছে। সকল নারী তাহলে কেন বাহিরে গিয়ে কাজ করছে না? প্রাকৃতিক কারণ গুলি কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরীর করলেও মুল কারণ গুলির অন্যতম হচ্ছে সামাজিক ভাবে নারীর জন্য নির্ধারণকৃত ভুমিকা যা পালনের জন্য লেখাপড়া করার চেয়ে রান্না করার দক্ষতা প্রয়োজন, সেবা করার দক্ষতা প্রয়োজন যেটা পরিবার থেকেই পাওয়া যায়। তাই একসময়ে মেয়েদের লেখাপড়ার উপর জোর দেয়া হতো না। এখন দেয়া হলেও প্রাথমিক ধারণার বদল হয় নাই, মনে করা হয় শিক্ষিত মেয়ে হলে সন্তানকে লেখাপড়া করাতে পারবে। যেহেতু নারীকে সামাজিক ভাবে পরিবারের আভ্যন্তরে আমরা দেখতে অভ্যস্থ, তাই নারীর ভূমিকাকে আমরা সব সময় গৃহে মধ্যে দেখতে বেশী পছন্দ করি। এর ফলে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল থাকছে অন্যর উপর। এভাবেই সমাজে নারীর জন্য অধঃস্তন ভুমিকা নির্ধারণ হয়ে যায়। পাশাপাশি পরিবারের কাজ গুলি যেহেতু উপৎপাদনমুলক নয় কিংবা আর্থিকভাবে মুল্যায়িত না সেই কারণে নারীর পারিবারিক কাজ গুলিকে কাজ হিসেবে গন্য করা হয় না। অথচ নারী কৃষির প্রায় ৬৫ ভাগ কাজ বাড়ির মধ্যে থেকে সম্পাদন করছে অথচ সেগুলিকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে উৎপাদনমুলক কাজ হিসেবে গন্য করা হচ্ছে না।

ভূমিকম্পে নারীর সম্ভাব্য বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিসমূহ
ঘরের বাইরে চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রন থেকে অনেক সময় নারীদের বসবাস গৃহের ভিতরে হবার কারনে ভূমিকম্পের সময় তাদের ঘরের ভিতর আটকে থাকার ঝুঁকি বেশী
ভূমিকম্প চলাকালীন ঘরের ভিতর বিদ্যুত, গ্যাস, পানি সরবরাহেব সংযোগ বন্ধের সচেতনতা কম থাকা এবং তা বন্ধ করার দক্ষতা কম থাকার কারনে এর বিস্ফোরনের প্রভাব তাদের উপর বেশী থাকে
ভূমিকম্প পরবর্তী অগ্নিসংযোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে অগ্নিনির্বারক বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ব্যবহারের যথাযথ প্রশিক্ষণের সুযোগ নারীদের জন্য কম থাকে এবং পরিবার থেকেও এ ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয়া হয়না
নারীদের পোষাক যেমন, শাড়ী ও ম্যাক্সি তাকে ভূমিকম্পের পরে ধ্বংসস্তুপ থেকে বের হতে বাঁধার সৃস্টি করে বা সহায়ক নয়।
নারীরা শারীরকভাবে দূর্বল এমন একটি প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারনে নারীরাও নিজেদেরকে ভূমিকম্প চলাকালীন ও ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজে প্রায়শই নিজেদের ভঙ্গুর মনে করে ট্রমাটাইজড্ হবার প্রবণতা থেকে আরো ঝুঁকির মধ্যে পরে।
গৃহে পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতিতে ভূমিকম্প চলাকালীন সময়ে কি করবে এ বিষয়ে এক ধরনের সিদ্ধান্তহীনতা থেকে নারীরা ভিতরে আটকা পরে থাকে।
ঘরের বাইরে কাজ করে এমন নারীরও ভূমিকম্প বিষয়ক সচেতনতা ও প্রস্তুতি কম। যেমন, যদি উচুভবন ভেঙে পরার ঝুঁকি থাকে বা আগুন লেগে যায়, যখন জরুরী সিড়িও থাকেনা, তাহলে উঁচু থেকে নামার প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ না থাকার কারনে মানসিক সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলে।

নারীরা বেশী গৃহে আটকে পরার কারনে তাদের হাটু, কোমর ভেঙে যাবার ঝুঁকি বেশী।
উদ্ধারকর্মী ও উদ্ধার স্বেচ্ছাসেবক দলে নারীর উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম থাকার কারনে নারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও প্রাইভেসীর বিষয়টি উপেক্ষিত থাকার সম্ভাবনা বেশী থাকে বিধায় উদ্ধার কাজের সময় নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননা

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বর্তমান উন্নয়ন-আদর্শ ও কার্যক্রমের উপর জেন্ডার কোন প্রকার আরোপিত বিষয় নয় কিংবা দুর্যোগ বিশ্লেষণ ও ত্রান তৎপরতায় কোন চাপানো বিষয় নয়। এটিকে এই কারণে আলাদা কোন ইস্যু হিসেবে পরিকল্পনা ও কর্মসুচীতে চিহ্নিত করা যাবে না। এটি একটি প্রেক্ষিত, একটি সমস্যা বিশ্লেষনের পথ, মানুষ ও সমাজের বিচার ও ন্যায্যতা নিয়ে আমাদের উপলব্ধি মাত্র। এই উপলব্ধির মাধ্যমে জানা যায় সামাজিক ভাবে নারী কতটুকু এবং কিভাবে অন্যায্যতার শিকার, উন্নয়নের সুফল গুলি থেকে নারী ও কিশোরীরা কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ গুলি নারী-পুরুষের মধ্যে কিভাবে বন্টন হচ্ছে, আইন ও বিচার ব্যবস্থায় নারী কিভাবে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, পরিবারে ও সম্পদে নারী কিভাবে বঞ্চনা ও বৈষম্যেও শিকার হচ্ছে। একটি পরিবারে ও সমাজে ক্ষমতার পার্থক্য ও ক্ষমতায় প্রয়োগে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণে শ্রেনী, গ্রোত্র, বর্ণ বা ধর্ম কিভাবে প্রভাবিত করে তা দেখতে হলে জেন্ডার বিশ্লেষন ও নিয়ামক গুলি অনেক বেশী কার্যকরী। আমরা সচারচর যা দেখি, একটি ত্রান শিবিরে কিংবা আশ্রয় কেন্দ্রে নারী ও শিশুরাই সাধারণভাবে সংখ্যাগড়িষ্ঠ হয়ে থাকে অথচ আশ্রয় কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ, ত্রান বিতরনে তাদের চেয়ে পুরুদের অগ্রণী ভুমিকা লক্ষ্য করা যায়, ফলে নারীর চাহিদা ও প্রাপ্যতা সঠিকভাবে নির্ধারণ হয় না। এখানে নারীর অগ্রণী ভুমিকা পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নারীর সমাজ নির্ধারিত ভুমিকা, যেমন, তাকে সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয়, বয়স্কদের সেবা করতে হয়, খাবার পানির ব্যবস্থা করতে হয়, কিশোরীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করতে হয় ফলে তার পক্ষে বাহিরে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে পুরুষদের সেই ভাবে সহযোগিতা থাকে না কারণ পুরুষ বাহিরের কাজ গুলি করতে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

নারীর অবস্থা (বস্তুগত পরিস্থিতি যেমন খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি) ও পরিবারে এবং সমাজে তার অবস্থান (সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান ইত্যাদি) দ্বারা কিভাবে সিদ্ধান্ত ও সম্পদের উপর ক্ষমতা, মর্যাদা ও নিয়ন্ত্রণ নির্ধারন হয় সেগুলি নিয়ে জেন্ডারের আলোকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ রয়েছে। নারীর ও পুরুষের মৌলিক (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি) ও কৌশলগত (শিক্ষা, জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, মর্যাদা ইত্যাদি) চাহিদা গুলিও জেন্ডার বিশ্লেষণে দেখার সুযোগ রয়েছে। এই কারণে মানবিক সমাজ, সহযোগিতাপূর্ন মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরী, উন্নয়নের ফলাফল বন্টনে ভারসাম্য ও নারী-পুরুষের ন্যায্যতা ভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে জেন্ডর বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন।

বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক ও মানুষিক সক্ষমতার ভিন্নতার কারণে কোন কোন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি বেশি। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বৈষম্য, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি কারনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি অন্যদের থেকে বেশি। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার ভিশন (স্বপ্ন) হলো-এ ধরনের সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি, ক্ষতি ও ভোগান্তি সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনা। এমতাবস্থায়, সকল জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টিকে বিবেচনায় এনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহনে বা সম্পৃক্ততায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রনয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন,ও মূল্যায়ণই হচ্ছে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।